

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
www.ansarvdp.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০৪৪.১০.০৯৯.১৮-০০৩৭

তারিখ : ০৮/০১/২০১৮ খ্রি:

- প্রতি : ১। পরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/রংপুর/রাজশাহী/ময়মনসিংহ/সিলেট/কুমিল্লা রেঞ্জ।
- ২। পরিচালক
ঢাকা/চট্টগ্রাম মহানগর আনসার
ঢাকা/চট্টগ্রাম।
- ৩। জেলা কমান্ড্যান্ট (সকল)
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
.....
- ৪। জোন অধিনায়ক (সকল)
..... মহানগর আনসার
.....।

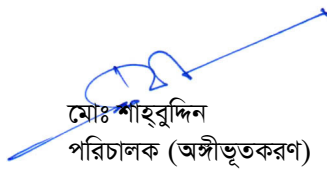
বিষয় : সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা - ২০১৭ প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ০৮/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখের স্মারকিত নীতিমালা-২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্র মোতাবেক সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা -২০১৭ যথাযথ অনুসরণের জন্য এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পত্র জারী করা হলো।

সংযুক্ত : নীতিমালা -২০১৭ -১৬ (ষোলো) পাতা।


মোঃ শাহরুদ্দিন
পরিচালক (অঙ্গীভূতকরণ)
ফোন-৫৫১২০৫৯৩

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০৪৪.১০.০৯৯.১৮-০০৩৭

তারিখ : ০৮/০১/২০১৮ খ্রি:

অনুলিপি :

১. মহাপরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।
৩. উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন/প্রশিক্ষণ/অপারেশন্স)
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪. উপ-মহাপরিচালক , আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য।

”

”

”

৫. ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক (সকল)
.....আনসার ব্যাটালিয়ন
৬. অধিনায়ক, ভিটিসি/টিটিসি (সকল)
৭. আইসিটি শাখা, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।
৮. অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

অবগতি ও কার্যক্রমের জন্য।

”

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েব
সাইটে এই চিঠি প্রকাশের জন্য বলা হলো।
সংরক্ষণের জন্য।

পরিচালক (অঙ্গীভূতকরণ)

শান্তি

শৃঙ্খলা

উন্নয়ন

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা সেবায়
বাংলাদেশ আনসার বাহিনী



অঙ্গীভূত আনসার গার্ড অনুমোদন,
প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

www.ansarvpd.gov.bd

সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ ও অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা - ২০১৭

১। **ভূমিকাঃ** আনসার বাহিনী আইন ১৯৯৫ এর ৩নং আইন এর ধারা ৬(২), ৬(৪) ও ১২ এবং আনসার বাহিনী প্রবিধান মালা ১৯৯৬ এর প্রবিধি ৫ অনুসারে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র মহাপরিচালক বিভিন্ন জেলার জেলা কমান্ডান্টদের মাধ্যমে সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূত ও অ-অঙ্গীভূত করতে পারেন। ২০০৬ সালে প্রণীত বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইনের ১২(২) তে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ পরিবহনের সময় নিরাপত্তা বিধান কল্পে অঙ্গীভূত আনসার, এপিসি ও পিসি নিয়োগ করে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৭ সালে প্রণীত বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালার ১১(১),(২) ও ১২(১),(২),(৩) এ নগদ অর্থ পরিবহনের কাজে অঙ্গীভূত আনসার, এপিসি ও পিসিদের প্রশিক্ষণ ও অপারেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে। **এ সকল উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে এবং অঙ্গীভূত আনসার, এপিসি ও পিসিদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে কৌশলগত উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যিকতা দেখা দেয়ায় এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।**

২। **নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ** বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র অঙ্গীভূত আনসার, এপিসি ও পিসিদের 'অঙ্গীভূত ও অ-অঙ্গীভূতকরণ' সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক হওয়ায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করাই এ নীতিমালার উদ্দেশ্য।

৩। **নীতিমালার শিরোনামঃ** এই নীতিমালা 'সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা - ২০১৭' নামে অভিহিত হবে।

৪। **কিছু সংজ্ঞাঃ**

ক। **সাধারণ আনসারঃ** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র বর্তমান মাঠ পর্যায়ের কাঠামো অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় ১টি পুরুষ আনসার কোম্পানী এবং ১টি মহিলা আনসার প্লাটুন, প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি পুরুষ আনসার প্লাটুন তালিকাভুক্ত আছে। এই কোম্পানী ও প্লাটুনভুক্ত সকল সদস্য সদস্যকে সাধারণ আনসার নামে অভিহিত করা হয়।

খ। **অঙ্গীভূত আনসারঃ** 'মৌলিক প্রশিক্ষণ' গ্রহণকারী সাধারণ আনসার সদস্যকে যখন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় নিরাপত্তাসেবাসহ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার নিমিত্তে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অঙ্গীভূত করা হয় তখন তাকে অঙ্গীভূত আনসার নামে অভিহিত করা হয়।

- গ। **কেপিআই ও প্রত্যাশী সংস্থাঃ** আনসার বাহিনীর নিকট থেকে নিরাপত্তা সেবা গ্রহণে আগ্রহী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যাশী সংস্থা বলা হয়। প্রত্যাশী সংস্থা ও তদসংশ্লিষ্ট জাতীয় এবং জনগুরুত্ব সম্পন্ন স্থাপনাসমূহ যেগুলোর নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয় সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয় সেগুলোকে Key Point Installations(KPI) সংক্ষেপে কেপিআই বলা হয়।
- ঘ। **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) সিস্টেমঃ** আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রমকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক করার অন্যতম একটি পদক্ষেপ হলো এইচ আর এম (HRM) সিস্টেম। এ সিস্টেমে কার্যক্রম শুরু হয় ২০১১ সালে। বাহিনীর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সাধারণ আনসারদের অটোমেশন এর আওতায় এনে তাদের জব অফার প্রদান ও কনফারমেশনসহ অঙ্গীভূতকরণের সকল প্রক্রিয়া প্রযুক্তিনির্ভর সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করাই এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।
- ঙ। **নামীয় তালিকা (Panel)ঃ** অঙ্গীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় অন্যতম পর্যায় হলো প্যানেল। স্মার্টকার্ডধারী সদ্য মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসারগণ এবং অংগীভূতির আবর্তনে নির্ধারিত বিরতিকাল পরে পুনঃঅংগীভূতির লক্ষ্যে এইচ আর এম (HRM) সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে তালিকা প্রণীত হয় সেটাই নামীয় তালিকা বা প্যানেল। জেলা কমান্ডান্টগণকর্তৃক অফার প্রদান, আনসার কর্তৃক অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান, অংগীভূতকরণ, অ-অংগীভূতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সাপেক্ষে নামীয় তালিকাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ হতে থাকে। কোন জেলা কমান্ডান্টগণ অফার প্রদান করলে নামীয় তালিকার শীর্ষে থাকা আনসার, এপিসি, পিসিগণ অফার পাবে। অফার প্রত্যাখ্যান করলে তালিকার নীচে তার নাম চলে যাবে। অর্থাৎ কেউ যদি প্যানেলভুক্ত হয় তবে বুঝতে হবে সে শীঘ্রই অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য অফার পেতে যাচ্ছে। সিস্টেমে নামীয় তালিকা দুইভাবে কাজ করে- আঞ্চলিক প্যানেল ও কেন্দ্রীয় প্যানেল। আঞ্চলিক প্যানেলে থাকবে নিজ জেলা ব্যতীত নিজ রেঞ্জের অন্যান্য জেলা সমূহের আনসারদের আইডি এবং কেন্দ্রীয় প্যানেলে থাকবে নিজ জেলা ব্যতীত সারা দেশের সকল আনসারদের আইডি। আঞ্চলিক প্যানেল থেকে অফার দিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের জেলা কমান্ডান্টগণ এবং কেন্দ্রীয় প্যানেল থেকে অফার দিতে পারবেন ঢাকা, ডিএমএ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও সিএমএ এর জেলা কমান্ডান্ট/জোন কমান্ডারগণ। তবে এ বিষয়টি সিস্টেম নিয়ন্ত্রিত হবে।
- চ। **চাকুরী প্রদানের প্রস্তাব (OFFER)ঃ** আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এইচ আর এম (HRM) সিস্টেম ব্যবহার করে কোন স্মার্টকার্ডধারী প্যানেলভুক্ত সাধারণ আনসার সদস্যকে চাকুরী প্রদানের এসএমএসকে ‘অফার’ বলা হয়। সদ্য অনুমোদন প্রাপ্ত নতুন গার্ডে জনবল মোতায়েন বা বর্তমান গার্ডের জনবলের অনুমোদিত সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা মেয়াদান্তে বর্তমান কোন গার্ডের অ-অংগীভূত জনবল প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে জেলা কমান্ডান্টগণ শুধুমাত্র গুণ্য পদের সমপরিমাণ আনসারকে অফার প্রদান করতে পারবেন কোন গার্ডের আনসারের অ-অংগীভূতির তারিখের ১ মাস পূর্ব হতে অফার প্রদান করতে হবে। আনসারগণ এ অফার গ্রহণ করে থাকলে তাদেরকে Pre Deployment Pool(PDP) নামক ভার্চুয়াল ট্রানজিট গার্ডের বিপরীতে অংগীভূত করে ফ্রিজ করে রাখবেন।

সংশ্লিষ্ট গার্ডের আনসারের মেয়াদ শেষেরদিন তাকে/তাদেরকে PDP তে ফ্রিজকৃত অঙ্গীভূত আনসারদ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। PDPতে by default ৫ জন আনসার অঙ্গীভূত করে ফ্রিজ করা যাবে। এর বেশী সংখ্যক প্রাক-মোতায়ন ফ্রিজ করার প্রয়োজন হলে তার যৌক্তিকতাসহ কেপিআই শাখাকে ই-মেইল যোগাযোগের (দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্তের জন্য) মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধির অনুরোধ জানাতে হবে। অফার গ্রহণকারী কোন আনসার,এপিসি ও পিসিকে কোন অবস্থাতেই অঙ্গীভূত না করে ফেরত প্রেরণ করা যাবে না।

ছ। **বিরতিকাল (Rest):** প্রবিধি মোতাবেক তিন বছর অঙ্গীভূত হিসেবে চাকুরীকাল সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে পুনরায় প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির মাঝের ছয়মাস সময়কে বিরতিকাল বা রেস্ট বলা হয়। রেস্ট অবস্থা থেকে ছয়মাস পূর্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আনসার, এপিসি ও পিসি প্যানেল লিফ্টে চলে যাবে।

৫। **নামীয় তালিকা ব্যবস্থাপনা (Panel Management):** সফলভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ডেটা বেজে নাম এন্ট্রি ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তি হবে। ৩ বছর চাকুরীর মেয়াদপূর্তিতে (৬ মাস বিরতির পর) প্যানেল অন্তর্ভুক্তিসহ সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে এবং নতুন গার্ড অনুমোদন লাভ করলে, প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার ও শূন্য পদের ভিত্তিতে অঙ্গীভূতির অফার প্রদান করা যাবে।

৬। **অঙ্গীভূতকরণ:**

ক। **প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির সময়কাল:** সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, আনসার-এর বৈধ স্মার্ট কার্ডধারী আনসার ১৮ হতে ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত ও পিসি/এপিসি সর্বোচ্চ ৫২ বছর বয়স পর্যন্ত অঙ্গীভূতির জন্য প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য হবে এবং আনসারগণ ৪৭ বছর ও পিসি/এপিসিগণ ৫২ বছর বয়সের মধ্যে সর্বশেষ অফার পাবে।

খ। **অঙ্গীভূতির মেয়াদকাল:** একজন সাধারণ আনসার/এপিসি/পিসি একাধারে তিন বছরের জন্য অঙ্গীভূত হবে। অতঃপর নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ছয় মাস বিরতিকালের পর তিন বছরের জন্য পুনরায় অঙ্গীভূত হতে পারবে। এভাবে ন্যূনতম ছয় মাস বিরতি দিয়ে আনসার সদস্য সর্বোচ্চ ৫০ বছর বয়স পূর্তি পর্যন্ত ও এপিসি/পিসি ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকুরী করতে পারবে।

গ। **অঙ্গীভূত হওয়ার স্থান/ক্ষেত্র:** কোন সাধারণ আনসার (পুরুষ) নিজ জেলায় অঙ্গীভূত হতে পারবে না। তবে নিজ বিভাগ/রেঞ্জকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর জেলায় অঙ্গীভূত হতে পারবে। শুধুমাত্র মহিলা সাধারণ আনসার নিজ জেলায় অঙ্গীভূত হতে পারবে। তবে চাহিদার ভিত্তিতে তাদের যেকোন জেলাতেও অঙ্গীভূত করা যাবে।

ঘ। **স্মার্ট কার্ডের সঠিকতা যাচাই :** কেউ যদি মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে E লিখে একটি স্পেস দিয়ে স্মার্ট কার্ড নম্বর লিখে ৬৯৬৯ নম্বরে পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট স্মার্টকার্ডধারী তাৎক্ষণিকভাবে তার নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, জন্ম তারিখ, পদবী ইত্যাদি মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারবে। শুধু মাত্র এইচ আর এম (HRM) ডেটাবেইজের অন্তর্ভুক্ত মোবাইল নম্বর থেকে এস এম এস করলেই এ সেবা পাওয়া যাবে।

ঙ। **সিস্টেমে স্ট্যাটাস যাচাই :** মেসেজ অপশনে S লিখে একটি স্পেস দিয়ে স্মার্ট কার্ড নম্বর লিখে ৬৯৬৯ নম্বরে পাঠানো হলে সংশ্লিষ্ট স্মার্টকার্ডধারী তার রেঞ্জাধীন ও কেন্দ্রীয় প্যানেলে অবস্থান, অফার, ব্লক, অঙ্গীভূত, রেস্ট, ফ্রিজ, ফ্রি ইত্যাদি স্ট্যাটাস জানতে পারবে। এক্ষেত্রেও শুধু মাত্র এইচ আর এম (HRM) ডেটাবেইজের অন্তর্ভুক্ত মোবাইল নম্বর থেকে এস এম এস করলেই এ সেবা পাওয়া যাবে।

চ। একজন সাধারণ আনসার/এপিসি/পিসি অঙ্গীভূত হওয়ার পদ্ধতিঃ

(১) অফার প্রাপ্তি ও করণীয়ঃ ঢাকা, ডিএমএ, চট্টগ্রাম, সিএমএ নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর এর জেলা কমান্ডান্ট/জোন অধিনায়কগন শূণ্য পদের বিপরীতে অফার প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট জেলা ব্যতীত রেঞ্জাধীন এবং কেন্দ্রীয় প্যানেলের আনসার/পিসি/এপিসিদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অফার চলে যাবে। অবশিষ্ট জেলা কমান্ডান্টগণ অফার দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা যাবে নিজ রেঞ্জের আনসার/পিসি/এপিসিদের কাছে। এইচ আর এম (HRM) সিস্টেম বহিঃভূত কোন অফার গ্রহণযোগ্য হবে না। অফার পাওয়ার পর অফারকৃত জেলায় অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য মোবাইল অপশন এ গিয়ে ans YES লিখে ৬৯৬৯ নাম্বারে পাঠাতে হবে। ans YES যদি সঠিকভাবে লেখা ও পাঠানো হয় তবে মোবাইলে একটি যোগদান বার্তা আসবে। যদি YES করতে ভুল হয় তবে ভুল হওয়ার বার্তা দেখাবে। YES করতে সর্বোচ্চ তিনবার চেষ্টা করা যাবে। সঠিকভাবে উত্তর না দিলে অফারটি বাতিল হয়ে যাবে। যোগদান বার্তা আসলে স্মার্ট কার্ড ও এসএমএস প্রাপ্ত মোবাইল নিয়ে জেলা কমান্ডান্ট এর অফিসে রিপোর্ট করলে জেলা কমান্ডান্ট অফারপ্রাপ্ত সাধারণ আনসারকে অঙ্গীভূতকরণের আদেশ প্রদান করবেন। এরপর সে জেলা কমান্ডান্ট এর অফিস থেকে প্রাপ্য দ্রব্যাদির তালিকা ও দ্রব্যাদি (ক্রোড়পত্র “ক” মোতাবেক) গ্রহণ জেলা কমান্ডান্টের নির্দেশিত ক্যাম্পে নির্ধারিত রিপোর্টিং তারিখ অনুযায়ী যোগদান করবে।

যদি ইচ্ছুক না হয় সেক্ষেত্রে ans No লিখে ৬৯৬৯ নাম্বারে পাঠাতে হবে। ans No করলে কেন্দ্রীয় প্যানেলের শেষ নম্বরে পুনরায় তালিকাভুক্ত হবে। অফার প্রাপ্ত একজন সাধারণ আনসার অফার গ্রহণ বা বর্জনের জন্য সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টা সময় পাবে। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ans YES/ans No না লিখলে অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকলে কেন্দ্রীয় প্যানেলের শেষ নম্বরে পুনরায় তালিকাভুক্ত হবে। এভাবে ১০ বার ans No লিখলে বা নির্লিপ্ত থাকলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে আইডি Block হয়ে যাবে। এ কারণে ব্লক হলে ব্লকের কারণটি ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটাবেজে যুক্ত হয়ে যাবে।

(২) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিঃ কোন স্মার্টকার্ডধারীর স্যাটাস Not verified দেখালে বুঝতে হবে তথ্য ফরমে পূর্বের চাকুরীর তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ অঙ্গীভূতি ও অ-অঙ্গীভূতির আদেশের ফটোকপিসহ সদর দপ্তরের সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। Status Block দেখালে বুঝতে হবে উক্ত আনসার সদস্যের অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য কোন অযোগ্যতা রয়েছে। এই অযোগ্যতা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারবে এবং তা বিশেষ অপশনে সংরক্ষিত হবে। তবে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এবং আনসার অঙ্গীভূত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে ও শৃংখলার মান সন্তোষজনক হলে উক্ত Status সদর দপ্তরে অবস্থিত সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে।

কেউ অঙ্গীভূত নয় অথচ তাকে Embodied দেখাচ্ছে এমতাবস্থায় তাকে যে জেলায় অঙ্গীভূত দেখাচ্ছে সেই জেলার অ-অঙ্গীভূতির অফিস আদেশের ফটোকপিসহ সদর দপ্তরের সেবাকেন্দ্রে এসে আবেদন করতে হবে।

প্যানেলভুক্ত থাকার পরও মোবাইল বন্ধ রাখা, মোবাইল ম্যাসেজের ইনবক্স ফাঁকা না রাখা, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করা, একাধিক সিম কার্ড ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে অফার না পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

ছ। জেলা কমান্ডান্ট কর্তৃক অঙ্গীভূতকরণের পদ্ধতিঃ প্রথমে জেলা কমান্ডান্ট HRM সিস্টেম থেকে তথ্য নিয়ে কতজন সাধারণ আনসারকে অঙ্গীভূত করতে হবে তার একটি সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। এরপর তিনি নিজে এইচ আর এম (HRM) সিস্টেম গিয়ে তার আইডি দিয়ে লগ ইন করবেন। লগ ইন করে তার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করে শূণ্য পদের বিপরীতে সমান সংখ্যক চাহিদার ঘরে ইনপুট দেবেন।

এরপর সেভ বাটনে ক্লিক করলেই কেন্দ্রীয় সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যানেলের শীর্ষে থাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট এসএমএস এর মাধ্যমে অফার চলে যাবে। অফার প্রাপ্তরা জেলা কমান্ডান্ট এর অফিসে এলে তিনি সংশ্লিষ্ট আনসারের স্মার্ট কার্ডের সঠিকতা যাচাই করে তাদেরকে যোগদানপত্র ও প্রাপ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি (ক্রোড়পত্র “ক” মোতাবেক) প্রদান করবেন এবং তাকে ক্যাম্পে প্রেরণ করবেন।

জ। **জেলা কমান্ডান্টগণ কর্তৃক ফ্রিজকরণ পদ্ধতিঃ** HRM সিস্টেমে অঙ্গীভূত কোন আনসারকে ফ্রিজ করার বিষয়টি একটি অভিনব বিষয়। ফ্রিজ করার ফলে সংশ্লিষ্ট পিসি এপিসি বা আনসারের অঙ্গীভূতির নির্ধারিত তিনবছর সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ অপশনে নিম্নবর্ণিত তিনটি কারণে ফিজ করা যাবেঃ

১. গার্ড প্রত্যাহার হলে
২. শৃংখলা জনিত কারণে
৩. প্রাক মোতায়েন অঙ্গীভূতির জন্য

জ.১। গার্ড প্রত্যাহার জনিত ফ্রিজঃ কোন জেলায় গার্ড প্রত্যাহারের জন্য কেপিআই শাখা থেকে অনুমোদন লাভ করলে অনতি বিলম্বে নির্ধারিত তারিখে উক্ত গার্ডের সকল আনসারগণকে ফ্রিজ করতে হবে। ফ্রিজকৃত আনসারগণকে তাদের অবশিষ্ট মেয়াদে কোন গার্ডে পোস্টিং না দেওয়া পর্যন্ত জেলা কমান্ডান্টগণ নতুন কোন অফার দিতে পারবে না।

জ.২। শৃংখলা জনিত কারণে ফ্রিজঃ কোন পিসি, এপিসি বা আনসারকে শৃংখলাজনিত কারণে ফ্রিজ করা হলে অনধিক ১ মাসের মধ্যে তার শৃংখলার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। ১ মাস অতিক্রান্ত হলে জেলা কমান্ডান্ট আর কোন অফার প্রদান করতে পারবে না।

জ.৩। প্রাক মোতায়েন অঙ্গীভূতির জন্য ফ্রিজঃ কোন গার্ডে মোতায়েনের লক্ষ্যে পূর্ব হতেই অঙ্গীভূত করে ফ্রিজ করে রাখা হলে ফ্রিজ করার ১ মাসের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট গার্ডে আবশ্যিকভাবে মোতায়েন করতে হবে। প্রাক-মোতায়েন অঙ্গীভূত পিসি এপিসিকে ১ মাসের অতিরিক্ত সময় PDP তে ফ্রিজ করে রাখা যাবেনা। ১মাস অতিক্রান্ত হলেই সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ডান্টের আইডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত নিষ্ক্রিয় আইডি পুনরায় সক্রিয় করতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ঝ। আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রঃ অঙ্গীভূতকরণ ও অ-অঙ্গীভূতকরণে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিদিন ০৯০০ ঘটিকা থেকে ১৪০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকবে। সেখানে নিম্নোক্ত মোবাইল নম্বর নিয়ে সেবা দেয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করবে সেবাকেন্দ্রে কর্মীরা। তবে সেবা কেন্দ্রের কর্মীরা সেবা প্রত্যাশীদের সাধারণ তথ্য জানানো, তাদের অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ করা ছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ব্যতিরেক কোন সিদ্ধান্ত সেবা প্রত্যাশীদের নিকট সরবরাহ করবে না। সেবা কেন্দ্রের ০১৭৬০৮৮৮৮৮৮৮ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে তথ্য জানা যাবে বা জানার জন্য অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ করানো যাবে।

৭। অ-অঙ্গীভূতকরণঃ স্বাভাবিকভাবে একজন অঙ্গীভূত আনসার এক নাগাড়ে তিন বছর চাকুরি করবে। তবে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় তাকে তিন বছর মেয়াদপূর্তির পূর্বেও অ-অঙ্গীভূত করা যাবে। অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ক নির্দেশনাতে এ বিষয়গুলো উল্লেখ আছে।

৮। বদলী ও ছুটিঃ

বদলীঃ অঙ্গীভূত হয়ে প্রত্যাশী সংস্থায় যোগদানের পর সাধারণভাবে জেলা কমান্ডান্টগন ন্যূনতম ৬ মাসের পূর্বে কোন পিসি/এপিসি/আনসার বদলী করতে পারবেন না। তবে শৃংখলা, অসুস্থতাজনিত অন্য কোন কারণে প্রত্যাশী সংস্থার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ডান্ট এর মতামত/সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট পিসি/এপিসি/আনসার এর ৬ মাসের পূর্বেও বদলী করা যাবে। যুক্তিসংগত কারণে জেলা কমান্ডান্ট কোন পিসি/এপিসি ও আনসার সদস্যকে তাৎক্ষণিক বদলী করে রেঞ্জ কমান্ডারের কাছ থেকে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন নিতে পারবে।

যে সকল সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত আছে সে সকল সংস্থায় মোতায়েনকৃত আনসার সদস্য বদলীর ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত বদলী সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ছুটিঃ একজন পিসি/এপিসি/আনসার বাৎসরিক ৫০ দিন ছুটি প্রাপ্য হবে এবং একটি ক্যাম্প মোট জনবলের ২০% কে ছুটি প্রদান করতে হবে।

৯। **কল্যাণঃ** বাহিনীর নীতিমালা অনুযায়ী কল্যাণসমূহ প্রাপ্য হবে। দায়িত্বপালন কালে মৃত্যু, পঙ্গুত্ববরণ, চিকিৎসা ও অঙ্গীভূত পিসি,এপিসি ও আনসারদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি কল্যাণ সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

১০। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঐতিহ্য, ভাবমূর্তি ও সুনাম সমুন্নত রেখে দায়িত্ব পালন করা আমাদের পবিত্র শপথ। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ নিয়ম-কানুন অনুসরণপূর্বক উন্নত **নিরাপত্তা** সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

১১। বিশেষ নির্দেশনাঃ

ক। খালি পদের অতিরিক্ত সংখ্যক আনসারকে অফার দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে একাধিকবার অফারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার অঙ্গীভূত করতে হবে।

খ। অফার গ্রহণকারী আনসার সদস্যকে অবশ্যই যোগদানপত্র প্রদান করতঃ চাকুরী প্রদানে অফার কারী নিশ্চয়তা প্রদান করবেন। কোন পরিস্থিতিতে অফার দেয়ারপর কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত এবং সদর দপ্তরের অনুমোদন ব্যতিত কাউকে ফেরত দেয়া যাবে না।

গ। পাস ওয়ার্ড শুধুমাত্র জেলা কমান্ডান্ট/জোন অধিনায়কগন নিজে ব্যবহার করবেন। কোন পরিস্থিতিতেই অন্য কারো সাথে তা শেয়ার করা যাবে না।

ঘ। HRM এ' আনসার সদস্যকে অ-অঙ্গীভূত করণের সাথে সাথে তাকে গার্ড থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কোন ক্রমেই HRM এ' অঙ্গীভূত ব্যতিত কাউকে গার্ড এ' মোতায়েন রাখা যাবে না। এ' নির্দেশ অমান্য কারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঙ। HRM অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন আনসার সদস্যকে অঙ্গীভূত বা গার্ডে নিয়োগ একটি গর্হিত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এটা আদেশের অমান্য করা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং অপরাধকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চ। অঙ্গীভূতকরণ, অ-অঙ্গীভূতকরণ, বিভিন্ন গার্ডে মোতায়েন, পূণঃ মোতায়েন কিংবা এ সম্পর্কিত অন্য কোন কার্যকলাপের জন্য কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। এ ব্যাপারে কোন ধরণের অনিয়ম অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করা হবে। কোন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীর আর্থিক অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার অফিস প্রধান ও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এমনকি সদর দপ্তর/উর্ধ্বতন অফিসের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী আর্থিক অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

ছ। মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত কোন ব্যতিক্রম গ্রহণ যোগ্য হবে না। ব্যতিক্রম (Exceptional Cases) রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং HRM প্রশাসক সে রেজিষ্টারে অনতিবিলম্বে মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

জ। অঙ্গীভূত আনসারদের সকল পোষাক সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। কোন কারণেই ব্যক্তির নিকট থেকে কোন ধরনের মূল্য/যাতায়াতভাতা বা অন্য কোন কারণে টাকা নেয়া যাবে না।

ঝ। স্পর্শকাতর গার্ড সমূহে আনসার/এপিসি/পিসিগণকে নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিবর্তন করতে হবে। এটা সময়ে সময়ে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

ঞ। তিনবছরের মোতায়েন সময়কালে এক গার্ড থেকে অন্য গার্ডে বদলী হবার পর তিন বছর সময়ের মধ্যে পূর্বের গার্ডে পুনঃ মোতায়েন করানো যাবে না। অত্যাব্যশ্যক হলে মহাপরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে।

১২। এই নীতিমালার দায়মুক্তিঃ

ক। এই নীতিমালার যে অংশ বা অংশবিশেষ আনসার বাহিনী আইন ১৯৯৫ এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, সেই অংশ বা অংশবিশেষ এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্য কোথাও যাই উল্লেখ থাকুক না কেন এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও নীতিমালা, এ সংক্রান্ত অন্যসব বিধি-বিধান ও নীতিমালাকে এতদ্বারা অতিক্রম করবে।

খ। এই নীতিমালার সকল বিধান/বিবরণ/তথ্য সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হবে।

১৩। **উপসংহারঃ** সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ প্রস্তুতি, নিয়ম-কানুন অনুসরণ ও সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃকপক্ষের নিকট সময়মত যোগাযোগ অঙ্গীভূত আনসার মোতায়েন ও তাদের দায়িত্ব পালন দ্রুত, নির্বিঘ্ন, কার্যকর ও সকল পক্ষের জন্য গ্রহনযোগ্য হবে।



মোঃ শাহ্‌রুদ্দিন

পরিচালক (অঙ্গীভূতকরণ)

পক্ষে

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

ক্রোড়পত্র- “ক”

সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ

এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা-২০১৭

প্রাপ্য দ্রব্যাদির তালিকাঃ পদবী নির্বিশেষে একজন অঙ্গীভূত আনসারের বিনামূল্যে সরকার হতে প্রাপ্য পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির তালিকা নিম্নরূপঃ

প্রাপ্য দ্রব্যাদির তালিকাঃ

| ক্রমিক | প্রাপ্য দ্রব্যাদি | সংখ্যা | আয়ু | মন্তব্য |
|--------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| ১. | জলপাই রংয়ের টিসি ফুল শার্ট | ০২ টি | ১২ মাস | |
| ২. | কালো রং এর টিসি ফুল প্যান্ট | ০২ টি | ১২ মাস | |
| ৩. | সাদা গেঞ্জী | ০৩ টি | ১২ মাস | |
| ৪. | ওয়েব বেল্ট (আনসার) | ০১ টি | ১২ মাস | |
| ৫. | ফরমেশন সাইন (আনসার) | ০১ টি | ১২ মাস | |
| ৬. | সোল্ডার টাইটেল (আনসার) | ০১ জোড়া | ১২ মাস | |
| ৭. | ব্যারেট ক্যাপ (সবুজ) | ০১ টি | ১২ মাস | |
| ৮. | পিটিসু | ০১ জোড়া | ১২ মাস | |
| ৯. | নায়লন মোজা | ০২ জোড়া | ১২ মাস | |
| ১০. | উলেন মোজা | ০২ জোড়া | ১২ মাস | |
| ১১. | বুট ডি এম এস | ০১ জোড়া | ১২ মাস | |
| ১২. | উলেন কম্বল | ০২ টি | ৬০ মাস | |
| ১৩. | উলেন জার্সী | ০১ টি | ৩৬ মাস | |
| ১৪. | ক্যাপব্যাজ (আনসার) | ০১ টি | ১২ মাস | |
| ১৫. | পোচেস এ্যামুনিশন বান্ডুলিয়ার | ০১ জোড়া | ৩৬ মাসের | |
| ১৬. | রেইন কোট | ০১ টি | ৩৬ মাসের | |
| ১৭. | উইন্টার কোট | ০১ টি | ৬০ মাসের | |
| ১৮. | খাকী পলিঃ মশারী | ০১ টি | ৩৬ মাসের | |
| ১৯. | গ্রাউন্ড সীট | ০১ টি | ৩৬ মাস | |
| ২০. | লাইফ জ্যাকেট | ০১ টি | ৭২ মাস | |

নোটঃ ১। অঙ্গীভূত আনসারের পোষাক পরিচ্ছদ সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত/প্রচলিত। ২। মেয়াদ/আয়ুকাল শেষে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি জমাপূর্বক নতুন দ্রব্যাদি প্রদান করা হবে।

ক্রোড়পত্র- “খ”

সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ

এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা - ২০১৭

আরোপযোগ্য শাস্তি শাস্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

গার্ডে কর্মরত অবস্থায় কোন অঙ্গীভূত পিসি, এপিসি বা আনসার অপরাধমূলক বা শৃংখলার পরিপন্থীকোন কাজে জড়িত হলে তাকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন জেলা কমান্ড্যান্ট বা ক্ষেত্র বিশেষে রেঞ্জ কমান্ডার। তাদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্ন ছকে বর্ণিত নিদেশাবলী অনুসরণীয় হবেঃ

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচানাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|--|---|-------------------------|---|--|
| ১. | আত্ম কলহো বা নিজেদের মধ্যে মারামারি করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ২. | উস্কানি দান | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৩. | দলীয়ভাবে আন্দোলন | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৪. | শারিরিক লাঞ্ছনা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৫. | দায়িত্ব কাল ব্যতীত ব্যক্তিগত বা অন্যকোন কারণে বহিরাগতদের সাথে সংঘর্ষ | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৬. | গার্ডের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কাজে একক বা দলীয়ভাবে জড়িত হওয়া | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৭. | ডিউটি কালীন বা ক্যাম্পে অবস্থান কালীন দায়িত্বে অবহেলা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|--|---|-------------------------|---|--|
| ৮. | নির্ধারিত ডিউট এলাকার বাইরে ডিউটি করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৯. | নিরাপত্তা ডিউটির বাইরে পিয়ন অর্ডালীর কাজ করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ১০. | অনুমোদনহীন ক্যাম্পত্যাগ ও অতিবাস বা অনুরূপ কোন অপরাধ | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১১. | নেশাগ্রস্থতা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১২. | জুয়া খেলা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১৩. | জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা | | |
| ১৪. | হুমকি প্রদান | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১৫. | অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়া | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১৬. | চুরি করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ১৭. | ছিনতাই করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | ব্লককরণ | সদর দপ্তর আইসিটি শাখা | মহাপরিচালক |
| | | | ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|---|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ১৮. | চাঁদাবাজি | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | রুককরণ | সদর দপ্তর আইসিটি শাখা | মহাপরিচালক |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | ফৌজদারী আইন সোপর্দ | | |
| ১৯. | ধোকা দেওয়া | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ২০. | প্রতারণা করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ২১. | উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন/বদলী | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ২২. | সুবিধা আদায়ে প্রলোভন বা অনুরূপ কোন অপরাধ | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন/বদলী | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ২৩. | তথ্য গোপন রেখে স্মার্টকার্ড গ্রহণ ও একাধিক স্মার্টকার্ড গ্রহণ | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | স্মার্টকার্ড বাতিল করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | | |
| ২৪. | ভূয়া সনদপত্র, ভূয়া জাতীয় পরিচয় পত্র, ভূয়া শিক্ষাসনদ | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | স্মার্টকার্ড বাতিল করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | | |
| ২৫. | নিজ স্মার্টকার্ড অন্যের নিকট হস্তান্তর ও অন্যের স্মার্টকার্ড দিয়ে অঙ্গীভূত হওয়া | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | স্মার্টকার্ড বাতিল করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | | |
| ২৬. | অননুমোদিত স্থানে প্রবেশ বা প্রবেশের চেষ্টা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ২৭. | বহিরাগতদের ডিউটি এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|--|---|----------------------------|---|--|
| ২৮. | অননুমোদিত কোন ব্যক্তিকে ক্যাম্প অবস্থান করতে দেওয়া | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ২৯. | যেকোন ধরনের অনধিকার প্রবেশ ও চর্চা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বদলী/বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৩০. | ডিউটিকালে নিজ নামে ইস্যুকৃত হাতিয়ারগুলি অন্য কোন সদস্যের নিকট হস্তান্তর করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৩১. | অবহেলা করে ইস্যুকৃত হাতিয়ার গুলি হারানো/ক্ষতিগ্রস্থ করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | ব্লককরণ | সদর দপ্তর আইসিটি শাখা | মহাপরিচালক |
| ৩২. | ডাকাতি বা ছিনতাই কাজে ব্যবহার বা ব্যবহারের চেষ্টা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা | | |
| ৩৩. | উপযুক্ত কারণ ছাড়া বা অকারণে গুলি বর্ষণ বা হাতিয়ার গুলির যে কোন ধরণের অপব্যবহার | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৩৪. | বাহিনীর ভাবমূর্তিক্ষুন্ন করে এমন যে কোন আচরণ ও কার্যকলাপ | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | | ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা | | |
| ৩৫. | আন্দোলনের নিমিত্তে দলগঠন | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৩৬. | বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ছড়ানো | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৩৭. | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|---|---|--|---|--|
| | টুইটার, গুগলপ্লাস, ভাইবার, ইমো, ইউটিউব বা অনুরূপ যে কোন ইন্টারনেট ভিত্তিক মাধ্যমে কোন ব্যক্তি/ বাহিনীর ও সরকারের মান ক্ষুণ্ণকারী কোন ছবি, ভিডিও, অডিও, লেখা প্রকাশ, ছড়ানো, মন্তব্য প্রকাশে অন্যদের উদ্বুদ্ধকরণ | | কালো তালিকাভুক্ত করণ ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৩৮. | গুরুতর দায়িত্ব অবহেলা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | পদাবনতি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ-অঙ্গীভূতকরণ | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৩৯. | দায়িত্ব অবহেলা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৭ দিনের বেতন কর্তন নিজ জেলার মধ্যে শাস্তিমূলক বদলী | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৪০. | ধর্ষণজনিত অপরাধ | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণসহ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৪১. | | | কালো তালিকাভুক্তকরণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৪২. | মহিলাদের উদ্ভুক্ত করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৫-১০দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৪৩. | সমকামীতা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৪৪. | কর্মস্থল হতে পলায়ন করা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৪৫. | ভীরুতা | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৪৬. | কর্মস্থলে হাজির না থাকা (১ম বার) | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৫ দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৪৭. | কর্মস্থলে হাজির না থাকা (২য় বার) | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ১০ দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|--|---|----------------------------------|---|--|
| ৪৮. | কর্মস্থলে হাজির না থাকা (৩য় বা তদূর্ধ্ববার) | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৪৯. | ছুটি হতে অনুপস্থিত (১ম বার) | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৭দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৫০. | ছুটি হতে অনুপস্থিত (২য় বার) | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ১০ দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৫১. | ছুটি হতে অনুপস্থিত (৩য় বা তদূর্ধ্ববার) | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| ৫২. | প্রাণনাশের হুমকি প্রদান | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| | | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৭ দিন অতিরিক্ত শ্রম | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৫৩. | কাম্পে অবৈধ মালামাল রাখা, (১ম বার) | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | শাস্তিমূলক বদলী | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | ০৭ দিন অতিরিক্ত শ্রম | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৫৪. | কাম্পে অবৈধ মালামাল রাখা, (২য় বার) | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | পদাবনতি | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | অ-অঙ্গীভূতকরণ | | |
| ৫৫. | আদেশ অমান্য করা বা গুরুতর আদেশ অমান্য করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | সতর্কীকরণ ও শাস্তিমূলক বদলী | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| | | তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ | রেঞ্জ পরিচালক/ পরিচালক মহানগর আনসার | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) |
| | | | কালো তালিকাভুক্ত করণ | উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | মহাপরিচালক |
| ৫৬. | ডিউটিরত অবস্থায় পোষাক পরিধান না করা | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | সতর্কীকরণ ০৩ দিনের বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |
| ৫৭. | ডিউটিরত অবস্থায় ধুমপান করা/পান খাওয়া | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ | বেতন কর্তন | জেলা কমান্ড্যান্ট/ জোন অধিনায়ক | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার |

| ক্রঃনং | অপরাধের প্রকৃতি | শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া | শাস্তির ধরণ | অনুমোদন কারী | আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ |
|--------|------------------|---|---|--|---|
| ৫৮. | অন্যান্য অসদাচরন | কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, জবাব গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ/ তদন্ত কমিটিগঠন, প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ | অ-অঙ্গীভূতকরণ/ কালো তালিকাভুক্ত করণ/ ব্লককরণ/ফৌজদারী আইনে সোপর্দ করা/স্মার্টকার্ড বাতিল করণ | জেলা কমান্ড্যান্ট/জোন অধিনায়ক/রেঞ্জ পরিচালক/পরিচালক মহানগর আনসার/ উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন্স) | রেঞ্জ কমান্ডার/ পরিচালক মহানগর আনসার/ উপ- মহাপরিচালক (অপারেশন্স)/ মহাপরিচালক |

শাস্তি প্রদান নির্দেশাবলীঃ

১. পিসি/এপিসি/আনসার/সংস্থা কর্তৃপক্ষ/যে কোন সংশ্লিষ্ট নাগরিকের অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে।
২. অভিযোগ কাগজে লিখিত, ইমেইল, এসএমএস, ওয়েব অভিযোগ, যে কোন ইন্টারনেট ভিত্তিক মেসেঞ্জার, ভয়েস কলে অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে।
৩. কাগজে লিখিত অভিযোগ স্বাক্ষর যুক্ত হতে হবে। সকল উপায়ে অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকতে হবে।
৪. বেনামী অভিযোগ কিন্তু গুরুতর বিষয় (চুরি, খুন, ধর্ষণ, মাদক সেবন, অস্ত্রগুলির অপব্যবহার, পাবলিক প্রোপার্টি তসরুপ, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি)।
৫. স্বচ্ছতার সাথে সকল প্রক্রিয়া যথাযথ অনুসরণ।
৬. উদ্দেশ্য মূলক বা হয়রানির জন্য যেন না হয়।
৭. সকল তথ্যপ্রমাণ প্রত্যায়িত হতে হবে।
৮. নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে অভিযোগ গঠন, তদন্ত প্রক্রিয়া, শাস্তি অনুমোদন বা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
৯. অভিযোগ গঠনের তারিখে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে শৃংখলা জনিত কারণে ফ্রিজ করতে হবে।
১০. অভিযুক্তের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে।
১১. এইচআরএমএ আরোপ যোগ্য অনুমোদিত শাস্তি অনুমোদনের সাথে সাথে ইমেইলে আইসিটি শাখায় প্রেরণ করতে হবে।
১২. আপীল করা বিষয়টি অভিযুক্তের কাছ থেকে নিশ্চিত হতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।
১৩. আপীলের রায় পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ফ্রিজ অবস্থায় থাকবে।
১৫. শাস্তি আরোপিত হলে তা চাকুরীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।
১৬. বিচার প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

সাধারণ আনসার, এপিসি ও পিসি অঙ্গীভূতকরণ
এবং অ-অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা-২০১৭

‘ছক’

| ক্রঃ | পদবী ও নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | অপরাধের বিবরণ | অপরাধের স্থান ও তারিখ | প্রদত্ত শাস্তি, প্রদানের স্থান এবং তারিখ | শাস্তি প্রদানকারী/ অনুমোদনকা রী | অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবগতির সূত্র/ পত্র নম্বর | মন্তব্য | তারিখসহ জেলা কমান্ডান্ট এর স্বাক্ষর |
|------|------------------|--------------|--------|------------------|-----------------------------|---|--|--|---------|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |